দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 NOV 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপজেলা পরিক্রমা

বাকেরগঞ্জ

।। আঃ মান্নান হাশেমী ।।

উপজেলার নাম বাকেরগঞ্জ। নবাবী আমলের মহান কৃতী পুরুষ আগা বাকের খানের শৌর্য-স্মৃতি বিজড়িত, বারো আউলিয়ার পুণ্য তীর্থ ভূমি; বৃটিশ-বাংলার শস্য ভাণ্ডার এবং দক্ষিণ বাংলার রত্ন-গর্ভা অজন্তা এ বাকেরগঞ্জ এককালে জেলা সদরের মর্যাদা লাভ করেছিল। আজকে আমরা বরিশাল জেলা নামে যে জেলাটিকে চিনি, সেটি আসলে বরিশাল জেলা নয়—সরকারী দলিল-দস্তাবেজে আজও তা বাকেরগঞ্জ জেলা নামেই পরিচিত। যদিও তার লুপ্ত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পাচ্ছে মাত্র। ২১·৫৩' থেকে ৩·০৪' উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৯·৫' থেকে ৯১·০১' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে এর অবস্থান। সমুদ্র সীমা থেকে ১১' উর্ধ্বে। আয়তন ১৫০·৯৩ বর্গমাইল। সীমানা উত্তরে নলছিটি ও বরিশাল সদর উপজেলা, পূর্বে তেতুঁলিয়া নদী ও পটুয়াখালী জেলা, পশ্চিমে বিষখালী নদী ও দক্ষিণে পায়রা নদী ও পটুয়াখালী জেলা।

লোকসংখ্যা ৩,১২০৮৬ জন (১৯৮১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী)। পুরুষ ১;৫৪,৮৩৮ জন। মহিলা ১,৫৭,২৪৮ জন। ইউনিয়ন ১৪টি, মৌজা ১৫০টি, গ্রাম ১৭০টি। ইসলাম, বর্ণ-হিন্দু ও খৃস্টান ধর্মের এখানে আছে— মসজিদ ৭২০টি, মন্দির ১২১টি ও গীর্জা ১টি। সাধারণতঃ আর্দ্র গ্রীষ্মকালে গড় উষ্ণতা ২৫০—২৮০ ডিগ্রী ফরঃ গড় বৃষ্টিপাত ২১৬"—৫১৮"।

শিক্ষা

এখানে ডিগ্রি কলেজ ২টি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ২টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪৭টি, মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ৩টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৪টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫৯টি, সিনিয়র মাদ্রাসা ১৪টি, দাখিল ১৭টি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২টি রয়েছে। শিক্ষিতের হার ৩৭%।

কৃষি

এখানে মোট জমি ১,১০৪৮১·৮৬ একর। আবাদী ৮৩,৮০৫·০০ একর। একফসলী ২৬,৭৮২·০০ একর। দো-ফসলী ৪৮,৯২৫·০০ একর। তিনফসলী ৮,০৯৮·০০ একর। পতিত জমি ৯শ' একর। এখানকার উৎপাদিত ফসল— ধান, ডাল, মরিচ, সরিষা, তিল প্রভৃতি।

শিল্প

বস্ত্র মিল ১টি, রাইস ও ফ্লাওয়ার মিল প্রায় ১শ'। করাত কল ৫টি। কুটির শিল্পের মধ্যে রয়েছে শীতল পাটি ও মৃৎ শিল্প।

স্বাস্থ্য

দাতব্য চিকিৎসালয় ৭টি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১টি। পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ৯টি ও মিশনারী হাসপাতাল ১টি আছে।

যোগাযোগ

মোট সড়ক ৪০৩ মাইল। পাকা ৭ মাইল, আধা পাকা ১১ মাইল ও কাঁচা ৩৮৫ মাইল ও নদীপথ ৭৬ মাইল রয়েছে।

বিশালায়তনের এ নদীবহুল উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত করুণ। উপজেলার পূর্বাঞ্চলীয় ১০টি ইউনিয়ন তুলাতলী নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এ ছাড়াও পূর্বাঞ্চলে কারখানা, পাণ্ডব ও পায়রা নদীর শাখা প্রশাখা জালের মত বিস্তৃত। সুতরাং উপজেলা সদরের পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগের মাধ্যম একমাত্র নৌকা। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সদরে পৌঁছতে প্রায় ১ দিন সময় লেগে যায়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সাবেক পাকিস্তান সরকার এ থানাকে বিভক্ত করে উত্তমপুরে একটি নতুন থানার ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তারপর এ কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি। উপজেলা সদরের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগের সুবিধার জন্য একটি পাকা সড়ক নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন।